২১-০৬-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - ঈশ্বরীয় ছেলেবেলাকে ভুলে তোমরা উঁচুর থেকে উঁচু অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সাকে হারিয়ে ফেলো না, সম্পূর্ণ পাস করতে পারলেই সূর্যবংশী ঘরানার রাজত্ব পাবে"

প্রশ্ন :-- সত্যযুগ আর ত্রেতায় কোনো আত্মাকেই নিজের কর্মের ভোগ করতে হয় না -- তা কেন ?

উত্তর :-- কেননা সত্যযুগ আর ত্রেতায় যে আত্মারা আসে, তারা এই সঙ্গম যুগের প্রালব্ধ ভোগ করে, তারা সঙ্গম যুগে বাবার কাছে এমন কর্ম শেখে যে ২১ জন্ম পর্যন্ত তাদের কর্মের ভোগ করতে হয় না । এখন বাবা এমন কর্ম শেখান যে, আত্মা কর্মাতীত হয়ে যায় । তখন কোনো কর্মের ফল দুঃখ রূপে ভোগ করতে হয় না ।

গীত :-- ছোটবেলার দিন ভুলে যেও না...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা মিষ্টি - মিষ্টি গীত শুনেছে । বেহদের বাবা তাঁর প্রতিটি বাচ্চাকে বোঝাচ্ছেন । যিনি শ্রী শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ, তাঁকেই পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । এ কথা বলাও হয় যে শিব ভগবান উবাচঃ অথবা রুদ্র ভগবান উবাচঃ । রুদ্র পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয় । তাই পরমপিতা পরমাত্মা এখন এই শরীরের দ্বারা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । এমন অন্য কোনো মানুষ, সাধু - সন্ত আদি বলবে না যে, তোমরা হলে আত্মা । তোমাদের পরমপিতা এই মুখ কমলের দ্বারা তোমাদের বলছেন । গোমুখের কথাও বলা হয় । এখানে জলের তো কোনো কথা নেই । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । ১০৮ রুদ্র মালা বা শিবের মালা তো আছে, তাই না । তাই প্রথমে এই কথা পাক্কা নিশ্চিত করো যে, বাবা আমাদের আত্মাদের পড়াচ্ছেন । আত্মাই সংস্কার সঙ্গে করে নিয়ে যায় । আত্মাই এই অরগ্যান্সের দ্বারা পড়ে । আত্মা নিজেই বলে --- আমি এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করি । বিভিন্ন নাম - রূপ - দেশ - কাল ... সত্যযুগে আমি যখন জন্ম নিই তখন রূপ পরিবর্তন হয়ে যায় । এ কথা আত্মাই বলে । সত্যযুগে যখন থাকি তখন পুনর্জন্ম সত্যযুগেই হয় অথবা বাবা বাজাচ্ছেন যে, তোমরা যখন স্বর্গে থাকো তখন তোমাদের পুনর্জন্ম সেখানেই হয় কেবল নাম রূপের পরিবর্তন হয়ে যায় ।

বাবা, নিরাকার শিববাবা এই রথে এসে বোঝাচ্ছেন ----বাচ্চারা, এখন তোমরা আমার সন্তান হয়েছো । তোমাদের এখন খুশীর পারদ চড়েছে । আমরা এই ব্রহ্মার দ্বারা বেহদের বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছি । আত্মা বলে যে -- আমি এই শরীরের দ্বারা ব্যারিস্টারী বা ডাক্তারীর অভিনয় করি । আমরা আত্মারা অশরীরি ছিলাম তারপর গর্ভে এসে শরীর ধারণ করেছি । বাবা বলেন, আমি তো গর্ভে আসি না । পরমপিতা পরমাত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করে -- -এমন কথা আমরা বলবো না । এই দাদা (ব্রহ্মা বাবা) শরীর গ্রহণ করে । এই আত্মা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছে । এই আত্মা কিন্তু নিজের জন্মকে জানতো না । এখন ইনি ৮৪ জন্মকে জেনেছেন । আত্মাই বলে যে --- আমি সূর্যবংশী ঘরানায় জন্ম নিয়েছিলাম । তারপর পুনর্জন্ম নিয়ে এসেছি । তারপর চন্দ্রবংশী ঘরানায় জন্ম নিয়েছি । তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলিযুগে এসেছি । আত্মা বলে যে, দ্বাপরে আমি বাবাকে অনেক স্মরণ করেছি । লিঙ্গ রূপে পরমপিতা পরমাত্মার পুজোও করেছি । আমি আত্মা ছিলাম সত্যযুগের মালিক, সেখানে আমি কারোর পুজো

করতাম না । স্বর্গে কোনো ভক্তি হয় না । অর্ধেক কল্প আমি ভক্তি করেছি । এখন আবার আমি বাবার সামনে এসেছি । এখন তোমরা সবাই সেই নিরাকারের সামনে এসেছো সাকারের মাধ্যমে । বাবা বলেন, তোমরা এই ঈশ্বরীয় জন্ম ভুলে যেও না । তোমরা বলো -- বাবা, এ তো বড় মুশকিল । আরে, মুশকিল কিসের । আমি হলাম তোমাদের আত্মাদের বাবা । আমি এসেছি তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাতে । তোমরা স্বর্গের বাদশাহী পাওয়ার জন্য পড়ো । আমি পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যেই জ্ঞানের সংস্কার আছে, তাই আমাকে জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ বলা হয় । নিজেই বলি --- বরাবর আমিই হলাম রচয়িতা । আমি পরমধামে থাকি । আমি একবারই এখানে আসি, যখন আমাকে পড়াতে হয় । আমি এসেই এই পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র বানাই । তাহলে নিশ্চই পতিতরাই আমাকে স্মরণ করবে । সত্যযুগে পবিত্ররা তো আমাকে স্মরণ করবে না । এমন তো কেউ বলবে না যে, তুমি এসে আমাদের আত্মাদের পতিত বানাও । তা নয়, তোমাদের পতিত মায়া বানিয়েছে, তাই তো বলো পবিত্র বানাও । ওরা কিন্তু জানে না যে আমি কবে আসি । আমি এই সঙ্গম যুগেই আসি । অন্য কোনো সময় আমি আসি না । এখন আমি এসেছি । মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের আমি দত্তক নিয়েছি । তোমরা জানো কি, বাবা আবার নতুন করে রাজযোগ শেখাচ্ছেন, যাতে ভারত আবার পবিত্র হবে । এ হলো নিরাকার ঈশ্বরের পাঠশালা । নিরাকার বাবা বলেন -- আমি এই শরীরে আসি । এই ব্রহ্মা হলো তোমাদের বড় মা । এই মাম্মা সরস্বতী হলেন জগদম্বা, ইনি ব্রহ্মার পুত্রী । বড় মা তো পালনা করতে পারেন না,তাই এই জগদম্বাকে রাখা হয়েছে । এই ব্রহ্মার শরীরকে জগদ অম্বা বলা হবে না । ইনি হলেন মাতা - পিতা । এই ব্রহ্মা তোমাদের মাও । অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা মায়ের থেকে পাওয়া যায় না । বাবার থেকেই অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায় । তোমরা হলে এই ব্রহ্মা মায়ের মুখ বংশাবলী । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা আমার হয়ে স্বর্গের বাদশাহী নেওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে করতে আবার মায়ার যুদ্ধে হেরে যেও না । তোমরা পালিয়ে যেও না । এই ঈশ্বরীয় ছেলেবেলা ভুলে যেও না । যদি ভুলে যাও, তাহলে তোমাদের কাঁদতে হবে । তাই বি.কে সরস্বতী, যাঁকে জগদম্বা বলা হয়, তিনি পালনা করার নিমিত্ত হয়েছেন । এই ব্রহ্মা কিভাবে পালনা করবেন । এই কলস প্রথমে ইনি পান । প্রথমে এনার কান শোনে, তারপর জগদম্বা আসেন সামলানোর জন্যে । এখন বাবা বলছেন, আমি সঙ্গম যুগে এসেছি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । যেমন ধর্মের মাসকে তোমরা তো পুরুষোত্তম মাস বলো । তেমনই এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ যেখানে উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ হতে হয় । পুরুষোত্তম অর্থাত্ উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ কে ? এই যে শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ, এই নর - নারী উঁচুর থেকেও উঁচু কার দ্বারা এবং কিভাবে হয়েছিলেন ? বাবা বলেন, আমার দ্বারা । আমার নামই হলো শ্রী - শ্রী, শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ । শ্রী নারায়ণের মতো এমন শ্রেষ্ঠ মানুষ আমি বানাই । আমি পতিতদের পবিত্র বানাই । যাতে আবার এমন লক্ষ্মী নারায়ণ পুরুষোত্তম এবং পুরুষোত্তমিনী হতে পারেন । বাবা বলেন --বাচ্চারা, দেহ সহিত দেহের যা কিছু সম্বন্ধ আছে, সবকিছু তোমরা ভুলে যাও । এক আমির সাথে যোগ লাগাও । তোমরা বলো যে, আমরা এক বাবার বাচ্চা হয়েছি । বাবার স্থাপন করা সেই স্বর্গের মালিক হবো আমরা । বাবা বলেন --- তোমরা আমাকে স্মরণ করো । এ হলো আত্মা অথবা বুদ্ধির যাত্রা । এই ধারণা সম্পূর্ণ আত্মাকেই করতে হবে । এই শরীর তো হলো জড় । আত্মার প্রবেশের কারণেই এই শরীর চৈতন্য হয় ।

তাই বাবা বলেন -- আমার প্রিয় বাচ্চারা, এই স্মরণের লক্ষ্য হলো অনেক বড় । তীর্থে গিয়ে মানুষ তো ঘুরে চলে আসে । তীর্থে গেলে মানুষ তো কখনোই বিকারে যায় না । ক্রোধ, লোভ যাই হোক না কেন, কিন্তু পবিত্র অবশ্যই থাকে । আবার যখন ঘরে ফিরে আসে তখন অপবিত্র হয়ে যায় । এইসময়

সকলের আত্মাও যেমন অশুদ্ধ, শরীরও তেমন অশুদ্ধ । লক্ষ্মী – নারায়ণের রাজধানী থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যত আত্মা এসেছে, এই সময় সকলেই পতিত । সত্যযুগে বেহদের সুখ –শান্তি এবং পবিত্রতা থাকে । কলিযুগে এই তিন থাকে না । ঘরে ঘরে দুঃখ আর অশান্তি । কোনো কোনো ঘরে তো এমন অশান্তি হয় যেন নরক । মানুষ নিজেদের মধ্যে লড়াই – ঝগড়া করতেই থাকে । তাই বাবা বলেন --তোমাদের এই ছেলেবেলা ভুলে যেও না । যদি ভুলে যাও তাহলে উঁচুর থেকেও উঁচু বর্সা হারিয়ে ফেলবে । ভুলে গেলে বা বাবাকে ছেড়ে দিলে, তাহলে অধোগতি প্রাপ্ত হবে । যদি শ্রীমতে চলো তাহলে শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মী – নারায়ণ হতে পারবে । রাম – সীতা ত্রেতায় চলে আসে । দুই কলা কম হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের ক্ষত্রিয়র নিদর্শন দেওয়া হয়েছে । এমন নয় যে ওখানে কোনো রাম রাবণের লড়াই লেগেছিলো । যারা মায়াকে জয় করতে পারে তারা দেবতা বর্ণে যায়, আর যারা মায়াজিত হতে পারে না, পাস করতে পারে না তাদের ক্ষত্রিয় বলা হবে । তারা রাম – সীতার ঘরানায় চলে যাবে । এক নম্বর সূর্যবংশী,যারা গদিতে বসবে, তাদের সম্পূর্ণ মার্কস একশো । অল্প নম্বর কম হলে তাহলে দ্বিতীয় নম্বরে, ৩৩ প্রতিশত নম্বরের নীচে এসে গেলে পরে রাজ্য পাবে । সূর্যবংশী সম্পূর্ণ হলে চন্দ্রবংশী চলতে থাকবে । সূর্যবংশীর পর চন্দ্রবংশী হয় । সূর্যবংশী রাজধানী এখন অতীত হয়ে গেছে । এই ড্রামাকেও বুঝতে হবে । সত্যযুগের পর ত্রেতা, মানুষ সতোপ্রধান থেকে সতো হয় । খাদ পড়তে থাকে । প্রথমে গোল্ডেন তারপরে সিলভার, কপার -- এখন তোমাদের আত্মার মধ্যে খাদ জমা হয়ে গেছে । আত্মার জ্যোতি নিভে গেছে । সবাই পাথর বুদ্ধির হয়ে গেছে । বাবা এসে আবার পরশ পাথরের তুল্য বুদ্ধির করে তোলেন । তিনি বলেন -- হে আত্মারা, চলতে ফিরতে যে কোনো কাজ করেও বাবাকে স্মরণ করো । আট ঘন্টা তো পাণ্ডব গভর্নমেন্টকে সাহায্য করো । তোমরা এখন আসুরী কুল থেকে ঈশ্বরীয় কুলে এসেছো আবার যদি অসুর কুলে চলে যাও অথবা তাদের স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে না । সমস্ত পরিশ্রম এতেই । না হলে অন্তিম সময়ে অনেক কাঁদতে হবে, অনুতাপ করতে হবে । পাপের বোঝা থেকে যাবে তখন তোমাদের জন্য আদালতও বসবে । তোমাদের সাক্ষাৎকার করানো হয় যে তোমরা অমুক জন্মে এই করেছিলে । কাশী কলবটেও সাক্ষাৎকার করিয়ে সাজা দেওয়া হতো । এখানেও সাক্ষাৎকার করিয়ে ধর্মরাজ বলবে -- দেখো বাবা তোমাদের এই ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা পড়িয়েছিলেন, তোমাদের এতকিছু শিখিয়েছিলেন তবুও তোমরা এই এই পাপ করেছিলে, না কেবল এক জন্মের জন্য, তিনি জন্ম – জন্মান্তরের পাপের সাক্ষাৎকার করাবেন । অনেক সময় লাগে । মনে হবে অনেক জন্ম ধরে সাজা ভোগ করছি,তখন অনেক অনুতাপ করবে, কাঁদবে, কিন্তু এতে কি হবে ? তাই আমি প্রথম থেকেই বলে দিই । বাবার নাম বদনাম করলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে, তাই বাচ্চারা, তোমাদের নিজের সদ্গুরুর নিন্দুক হয়ো না । না হলে সাজাও যেমন খাবে তেমনি পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে ।

তোমাদের সৎ বাবা, সৎ টিচার এবং সৎ গুরু একজনই । এখন বাবা বলছেন, এই ব্রহ্মা বাচ্চা আমাকে খুব স্মরণ করে । জ্ঞানও ধারণ করে । ইনি আর মাম্মা নাম্বার ওয়ান পাস করে লক্ষ্মী – নারায়ণ হবে তারপর এঁদের সাম্রাজ্য তৈরী হবে । যখন সবাই পুরুষার্থ করছে তখন আমরাও মাম্মা – বাবার সমান পরিশ্রম করে তাদের হৃদয়াসনের মালিক যেন হতে পারি, মাতা – পিতাকে অনুসরণ করে ভবিষ্যতে সিংহাসনের অধিকারী যেন হতে পারি । এই রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান কেউই জানতে পারে না । এরা তো বলেই দেয় --আমরা তো জানিই না, আমরা নাস্তিক । এই না জানার কারণেই ভারতবাসী অথবা সব বাচ্চারা দুঃখী হয়ে গেছে । তারা জলের জন্য বা জমি – জায়গা নিয়ে লড়াই ঝগড়া করে -- এ কথা বলাও হয় যে এ হলো পূর্ব জন্মের কর্মের ফল । এখন বাবার

থেকে তোমরা এমন কর্ম শেখো যে ২১ জন্ম তোমাদের কর্মের ভোগ করতে হবে না । তিনি তোমাদের একদম কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে দেন । ভগবান উবাচঃ -- হে বাচ্চারা, আমি তোমাদের বাবা অথবা এই সাজনের হয়ে কখনো তাঁকে ছেড়ে দিও না । এই ছেড়ে দেওয়ার সঙ্কল্পও কখনো আসা উচিত নয় । ওখানে কখনো স্ত্রী তার স্বামীকে ছেড়ে দেওয়ার সঙ্কল্পও কখনো করে না । বাচ্চারাও কখনো বাবাকে ছেড়ে দেবে না । আজকাল তো অনেকেই ছেড়ে দেয় । সত্যযুগে কেউ এমন ছেড়ে দেয় না কারণ ওখানে তোমরা এখনকার পুরুষার্থের প্রালব্ধ ভোগ করো তাই কোনো দুঃখ বা ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই নেই ।

এ হলো স্মরণের যাত্রা -- পরম পিতা পরমাত্মার কাছে যাওয়ার জন্য রুহানী যাত্রা । নিরাকার বাবা এই মুখের দ্বারা নিরাকার আত্মাদের সাথে কথা বলেন । তাহলে এ তো গোমুখ হলো । ইনি হলেন বড় মা । তোমরা হলে মুখ বংশাবলী । তাঁর থেকে জ্ঞান রত্ন নির্গত হয় । বাকি গরুর মুখ থেকে জল কি করে নির্গত হবে ? বাবা এই মুখের দ্বারা অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করেন । এক একটি রত্ন লাখ টাকার সমান । যতটা তোমরা ধারণ করতে পারবে ; মুখ্য কথা হলো মনমনাভব । এই এক রত্নই হলো মুখ্য । বেহদের বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে আমি বেহদের সুখের বর্সা দেওয়ার জন্য তোমাদের কাছে বাঁধা । যতক্ষণ তোমাদের শরীর আছে, তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে আমি তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী দেবো কেননা তোমরা আজ্ঞাকারী এবং বিশ্বাসী হয়ে যাও । যে যত স্মরণে থাকে, সে ততই এই দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে পারে । এই স্মরণেই বিকর্মের বিনাশ হয় । মায়া বাচ্চাদের প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয় তাই বাবা সাবধান করেন । কখনোই বাবাকে ভুলে যেও না । আমি তোমাদের নিতে এসেছি । সত্যযুগ থেকে এই নাটক আবার রিপিট হবে । আমি কিন্তু সত্যযুগের মালিক হবো না । আমি তোমাদের স্বর্গের রাজত্ব দিই । আমি আবার অর্ধেক কল্প বাণপ্রস্থে চলে যাবো । তখন এই অর্ধেক কল্প আমাকে কেউ স্মরণ করবে না । দুঃখে সবাই আমাকে স্মরণ করে । সুখে কেউ করে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) আট ঘন্টা অবশ্যই পাণ্ডব গভর্নমেন্টের সাহায্য করতে হবে । স্মরণে থেকে এই বিশ্বকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে ।

২) কখনোই কোনো উল্টো কাজ করে সদ্গুরুর নিন্দা করিও না । মাম্মা - বাবার মতো পুরুষার্থ করে সূর্যবংশী রাজত্ব নিতে হবে ।

বরদান :-- আপন মনে করার অধিকারের অনুভূতির দ্বারা অধীনতাকে সমাপ্ত করে সর্ব অধিকারী ভব

বাবাকে আপন করা অর্থাৎ নিজের অধিকারের অনুভব হওয়া । যেখানে অধিকার থাকে সেখানে না নিজের প্রতি অধীনতা আর না সম্বন্ধ - সম্পর্কে আসার অধীনতা, না প্রকৃতি এবং পরিস্থিতিতে

আসার অধীনতা । যখন এই সব প্রকারের অধীনতা সমাপ্ত হয়ে যায়, তখনই সর্ব অধিকারী হতে পারো । যারাই বাবাকে জেনেছে এবং জেনে নিজের করে নিয়েছে তারাই হলেন মহান এবং অধিকারী ।

স্লোগান :-- নিজের সংস্কার এবং গুণকে সকলের সাথে মিলিয়ে চলা -- এটাই হলো বিশেষ আত্মার বিশেষত্ব ।